বৈশাখী মেলায় আরিফ ভাইয়ের গল্প

আশীষ বাবলু

ছায়ারা ছায়াতে মিলায় / জীবনের রং ধুসর ম্লান হয়ে আসে
তা'র নীল দু-চোখের সামনে / বন্ধ হয়ে যায় দরজার খিল
ক্রন্দসী উইলোরা / তা'র হলদে চুলের ওপর দোল খায়।

-তুরস্কের কবি নাজিম হিকমত

বৈশাখী মেলায় আরিফ ভাইয়ের সাজসজ্জা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। নকশী করা বেগুনি পাঞ্জাবী পরেছেন। চোখে সানগ্লাস। আমি যতদিন আরিফ ভাইকে চিনি, তাকে পরতে দেখেছি আকাশী বুসশার্ট, সাদা পাঞ্জাবী এবং একই গঠনের কালো ফ্রেমের চশমা। এটা তা'র পোশাক না ইউনিফর্ম তা'নিয়ে সন্দেহ হোতো।

গল্প এগোবার আগে বলে নিচ্ছি আমি যার কথা লিখছি তা'র সত্যিকার নাম আরিফ নয়। কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে লিখে মেলায় হাড়ি ভাঙ্গার ইচ্ছা আমার নেই।
আরিফ ভাই আমার বইয়ের দোকানে বই নাড়াচাড়া করছেন কিন্তু ঠিক বই দেখছেন। একটু পর পর মাঠে পায়চারি করছেন আবার ফিরে এসে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছেন। বেশ অস্থির একটা ভাব। কোন মানুষ সানগ্লাস পড়ে অস্থির ভাব প্রকাশ করলে বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল আছে। উনি শুধু সানগ্লাস পড়ে অস্থির ভাব দেখিয়েই ক্ষান্ত দেননি, চশমার ফাঁকে মহিলাদের দিকে তাকাচ্ছেন। ঘটনা আরো গোলমেলে।

আরিফ ভাইর স্ত্রী একটি মাত্র সন্তান রেখে মারা গেছেন অনেকদিন হয়েছে। আমি গত পনের বছর আরিফ ভাইকে দেখেছি একা হাতে একমাত্র ছেলেকে বড় করেছেন। ছেলে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, চাকুরী নিয়ে ক্যানবেরাতে আছে। এদিকে আরিফ ভাইয়ের চাকুরী শেষ পর্যায়ে এখন রিটায়ারমেন্টের দিন গুনছেন। তিনি বই পড়েন, গান ভালবাসেন আর ভালবাসেন এক্সপেরিমেন্টাল রান্না করতে। যেমন মাংসের পাকোরা, চিংড়ি মাছের বিরিয়ানি।

মেলায় কাকলী মুখর জনস্রোত ধীরে ধীরে বাড়ছে। টুক টাক বাংলা শব্দ ঝরা পাতার মতো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। আরিফ ভাইকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করলাম-'ব্যাপারটা কি বলুনতো? এতো ছটফট করছেন কেন?' সে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন- 'তেমন কিছুনা, একজন পরিচিত মানুষের অপেক্ষা করছি।' আরেকটু চেপে ধরতেই সত্য ঘটনাটা বেড়িয়ে গেলো-
'তোমাকে বলছি, এক পরিচিতা, সেই ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ি মেয়েটিকে চিনতাম। সে সিডনি এসেছে তা'র আত্মীয়ের কাছে। আমার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করে ফোন করেছিল। মেলায় আসবো জেনে সে ঠিক করেছে মেলায় আসবে। এত বড় মেলায় কোথায় খুঁজবে আমাকে? তাই বলে দিয়েছি তোমার দোকানে আমি অপেক্ষা করবো।'
এই অপেক্ষা কথাটা আরিফ ভাইর মুখে একটা বিষণ্ন বেদনার মতো শোনা যাচ্ছিল। বললাম,- এই পাশের চেয়ারে বসুন। চিন্তার কোনো কারণ নাই।' ফ্লাস্ক থেকে একটু চা ঢেলে দিলাম।
'মেয়েটির সাথে কতদিনের পরিচয়?'

‘ফাস্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, তিন বছর।’
‘তারপর?’
‘তারপর সে চলে গেল একজন প্রতিমন্ত্রীর ব্যবসায়ী পুত্রের হাত ধরে শ্বশুর বাড়ী। আর আমি ইউনিভার্সিটি শেষ করে ইউ,এস,এ।’
‘আর দেখা হয়নি?’
‘না।’
আরিফ ভাইয়ের বয়স এখন ষাট পেরিয়েছে। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম চল্লিশ বছরের বেশী মেয়েটির সাথে তা’র দেখা হয়নি। বুঝলাম অপেক্ষা কথাটা কেন আরিফ ভাইর মুখে এতো করুণ শোনা যাচ্ছিল। ‘অপেক্ষা’ ‘প্রতীক্ষা’ এই শব্দ গুলোর সত্যি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই!
মেলায় এখন লোক বাড়ছে। আলোতে আলোতে কথাতে কথাতে জেগে উঠছে উৎসব। এখানে কি ধরনের উন্মাদনা যারা না দেখেছেন বুঝবেননা। নানা রমণীয় নারীর পদচারণয় মুখর হচ্ছে আমার বুক স্টল। মেয়েরা ছেলেদের চাইতে বেশী বই পড়ে। তাদের চিকন আঙ্গুলের স্পর্শে বইয়ের পৃষ্ঠারা হচ্ছে ধন্য সাথে সাথে আমিও। একটা স্বীকারোক্তি করতে দ্বিধা নেই ভাল সর্ষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাখা আলুভর্তা এবং বুদ্ধিমতী ও উচ্ছল হাসি সম্পন্ন মহিলা এই দুয়ের আমি বিশেষ ভক্ত।
মেলায় এতকিছু ঘটছিল যে আমি আরিফ ভাইর কথা ভুলেই গিয়েছি। আশেপাশে কোনো সানগ্লাস পড়া ভদ্রলোকও চোখে পড়েনি। মেলা এখন শেষ পর্যায়ে। শেষ আকর্ষণ ফায়ার ওয়ার্কস। হাজার হাজার নক্ষত্র ঝড়ে পড়লো আকাশ থেকে। আতশ বাজির শেষ আগুনের ফুল্কি ধুয়োর সাথে মিলিয়ে যেতেই সমাপ্ত হলো এবছরের বৈশাখী মেলা। সব ওয়ান্ডারফুল জিনিসই এক সময় শেষ হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মিটিয়ে দেবো লেনাদেনা, বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে। টুপ টাপ করে মাঠ থেকে লোক কমতে লাগলো। এই সময় অলিম্পিক পার্কের দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়। এমন একটা বিকেল আবার কবে আসবে?
আমাদেরও বাসায় ফিরতে হবে। বইপত্র গোছগাছ করে গাড়ী আনতে ছুটলাম কারপার্কে। গাড়ীর দরজা যখন খুলতে যাবো ঠিক তখনই চোখে পড়লো আরিফ ভাইকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোয়া ছুড়ছেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম- আরিফ ভাই এখানে কি করছেন?
-‘ সিগারেট খাচ্ছি।’
- ‘দেখা হয়েছে?’ আমার চোখে মুখে উৎসুক। ‘সেই মেয়েটি কি এসেছিলো?’
- ‘হ্যাঁ।’ বড্ড শান্ত জবাব। রিয়েকশনটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমি কিছু বলার আগেই আরিফ ভাই বললেন,- ‘তোমার কাছে ক্যামেরা আছে?’ বললাম ‘হ্যাঁ গাড়ীতে আছে।’
- ‘একটু নিয়ে আসবে?’
আমি গাড়ী থেকে ক্যামেরা এনে তা‘র হাতে দিলাম। ক্যামেরাটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখলেন, বললেন, ‘আমার একটা ছবি তুলতে পাড়বে?’
- ‘অবশ্যই পারবো’ মনে মনে ভাবছিলাম সখের বলিহারি। এই কারপার্কে এসময় ছবি! কথা না বাড়িয়ে একটা লাইট পোস্টের নিচে আরিফ ভাইকে দাড় করিয়ে ছবি তুললাম। কারপার্ক বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। দু‘একটা গাড়ী এতিমের মত দাড়িয়ে। আরিফ ভাই ছবিটা দেখতে চাইলেন। ক্যামেরার পেছনের পর্দায় ছবিটা দেখালাম। বেশ কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললেন-‘অনেক দিন নিজেকে দেখা হয়নি। আচ্ছা আমাকে কি খুব বৃদ্ধ মনে হচ্ছে?’
কি বলছেন আরিফ ভাই? মেলায় কোনো ঝামেলা হয়নিতো? এমন অসংলগ্ন আউলা বাউলা কথা বলার মানুষতো তিনি নন। তিনি বলতে শুরু করলেন-

‘যে মেয়েটির কথা তোমাকে বলেছিলাম সে ক্লাসে ছিল চটপটে মিষ্টি একটা মেয়ে, দুই বেণী নেড়ে কথা বলতো। আর যখন কথা বলতোনা, তা‘র চোখের ভাষা বোঝবার জন্য আমার বুক ধড়ফড় করতো। আজকে সেই মেয়েকে দেখলাম। মাথার চুল অর্ধেক সাদা। পুরু কাচের চশমা। সমস্ত মুখে ক্লান্তি। থলথলে শরীরটা খুব কষ্ট করে এগিয়ে নিয়ে আসছে।’

‘আপনাকে দেখে কি বললো?’

‘আমাকে দেখেনি। আমি দেখা দেইনি। আমি যেমন ওকে দেখে আশ্চর্য হয়েছি, আমাকে দেখে নিশ্চয়ই ও তেমনি আশ্চর্য হতো। তাই দেখা দিয়ে ভুলটা ভাঙ্গাতে ইচ্ছে হলোনা। স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেলে বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয়না। অথচ সময় ধীরেধীরে মানুষের সবকিছু কেড়ে নেয়। সময় বড় বিশ্বাসঘাতক।’

ashisbablu@yahoo.com.au